দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জাবি ক্যাম্পাসে ৬শ' অবৈধ স্থাপনা: বেদখল হয়ে যাচ্ছে ভূ-সম্পত্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাউদ্দিন আহমেদ ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে প্রায় ৬শ' অবৈধ স্থাপনাসহ ঘনবসতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানাভুক্ত রাঙ্গামাটি ও কলাবাগান এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের মানবিক কারণে অস্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়া হলেও তাদের অনেকেই ব্যাপক এলাকা দখল করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। অনেক কর্মচারী তাদের দখলকৃত জায়গায় বাড়ি বানিয়ে ভাড়াও দিচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব কয়েক একর মূল্যবান ভূসম্পত্তি হারাতে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রভাবশালী কর্মচারী এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এই প্রভাবশালী চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কর্মচারীদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পজেশন দেয়ার নামে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, কাগজে কলমে বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৪শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জাবি ক্যাম্পাসে

(৩য় পৃঃ পর)

ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ৬৯৭ দশমিক ৫৬ একর হলেও এর অনেকাংশই বর্তমানে একশ্রেণীর অসাধু চক্রের করায়ত্ত হয়েছে। এসব অবৈধ স্থাপনায় পানি সরবরাহসহ বিদ্যুৎ বিল বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী সীমানা নির্দেশক পিলার না থাকায় পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীর সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জমি সংক্রান্ত একাধিক [redacted] বিরোধও সৃষ্টি হয়েছে। প্রতারণা রোধকল্পে ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষ সীমানা নির্ধারণ ও পিলার স্থাপনে একটি কমিটি গঠন করলেও উক্ত কমিটির ১শ ফিট অন্তর অন্তর স্থায়ী ঢালাই পিলার নির্মাণের সুপারিশ এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। সীমানা চিহ্নিতকরণ, পিলার নির্মাণ এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের পরিকল্পনা ছয় বছরের বেশী সময় ধরে ফাইলবন্দী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩২ বছর পরও সীমানা নির্ধারণ জটিলতা নিরসনে কোন সার্ভে করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে লোকাল রেভিনিউ অফিসে কয়েকবার আবেদন করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এ ব্যাপারে ট্রেজারার অধ্যাপক এবিএম এনায়েত হোসেন বলেন, শীঘ্রই বিষয়টি সিন্ডিকেট উত্থাপন করা হবে।